গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন
তারিখ: ২৯ আশ্বিন ১৪১৭ বঙ্গাব্দ/১৪ অক্টোবর ২০১০ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ৩৪৭-আইন/২০১০।– বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৫ নং আইন) এর ধারা ১৮ তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:–

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।**– এই বিধিমালা বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন বিধিমালা, ২০১০ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**– বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়–

(ক) "অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত" অর্থ আইনের ধারা ২(ক) এ সংজ্ঞায়িত খাত;

(খ) "আইন" অর্থ বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৫ নং আইন);

(গ) "চেয়ারম্যান" অর্থ বোর্ডের চেয়ারম্যান;

(গগ) "দূরারোগ্য ব্যাধি" অর্থ এইরূপ কোন ব্যাধি, যাহা মানুষকে পর্যায়ক্রমে অক্ষম ও নির্জীব করিয়া ফেলে অথবা যাহার চিকিৎসা ব্যয়বহুল অথবা অদ্যাবধি যাহার কোন কার্যকরী প্রতিষেধক আবিস্কৃত হয় নাই; যেমন: এইচআইভি (এইডস), ক্যান্সার, পোলিও, আর্থারাইটিজ, মেয়াদি সর্দি-কাশি, ইনফ্লুয়েঞ্জা, হাঁপানি, ডায়াবেটিস, ইবোলা, ইত্যাদি;

(ঘ) "প্রবিধান" অর্থ আইন এর অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(ঙ) "প্রাতিষ্ঠানিক খাত" অর্থ আইনের ধারা ২(ঙ) এ সংজ্ঞায়িত খাত;

(চ) "পরিবার" অর্থ আইনের ধারা ২(গ) এ সংজ্ঞায়িত পরিবার;

(ছ) "ফাউন্ডেশন" অর্থ আইনের ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত ফাউন্ডেশন;

(ছছ) "বিশেষ দক্ষতা" অর্থ কোন শ্রমিকের এইরূপ কোন দক্ষতা, যাহা অন্যান্য শ্রমিক অপেক্ষা উৎপাদনশীলতায় তাহার উৎকর্ষতা প্রমাণ করে অথবা উৎপাদন বৃদ্ধিতে যাহা তাহাকে অধিক ভূমিকা রাখিতে সহায়তা করে অথবা যাহা তাহাকে আধুনিক ও পরিবর্তনশীল প্রযুক্তি সহজে আত্মস্থ করিতে সক্ষম করে ও কর্মক্ষেত্রে অধঃস্তন ও শিক্ষানবিস কর্মীকে উক্ত প্রযুক্তি হস্তান্তর ও ব্যবহারে আগ্রহী, সক্ষম ও পারদর্শী করিয়া তুলিতে সহায়তা করে এবং প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখে;

(জ) "বোর্ড" অর্থ আইনের ধারা ৭ এর অধীন গঠিত পরিচালনা বোর্ড;

(ঝ) "মহাপরিচালক" অর্থ ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক;

(ঞ) "তহবিল" অর্থ আইনের ধারা ১৪ এর অধীন গঠিত ফাউন্ডেশনের তহবিল;

(ট) "নির্ধারিত ফরম" অর্থ এই বিধিমালার সহিত সংযুক্ত ফরম;

(ঠ) "শ্রমিক" অর্থ আইনের ধারা ২(ট) এ সংজ্ঞায়িত শ্রমিক; এবং

(ড) "সদস্য" অর্থ বোর্ডের কোন সদস্য।

৩। **তহবিল পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা।**– (১) তহবিলের অর্থ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত কোন তফসিলী ব্যাংকে ফাউন্ডেশনের নামে জমা রাখিতে হইবে।

(২) বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান এবং মহাপরিচালকের যৌথ স্বাক্ষরে তহবিলের ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হইবে।

(৩) ফাউন্ডেশনের কার্যাবলী পরিচালনার সুবিধার্থে উহার বিভিন্ন কার্যাবলীর জন্য, বোর্ডের অনুমোদনক্রমে, তহবিলের অধীনে স্বতন্ত্র ব্যাংক হিসাব খোলা যাইবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) এ উল্লিখিত স্বতন্ত্র ব্যাংক হিসাব মহাপরিচালক এবং, চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত, ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত পরিচালকের নিম্নে নহেন এইরূপ একজন কর্মকর্তার যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উল্লিখিত কর্মকতা নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত অথবা উক্ত পদ শূণ্য থাকিলে, মহাপরিচালক এবং, চেয়ারম্যানের নির্দেশনা অনুযায়ী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে কর্মরত উপ-সচিব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তার যৌথ স্বাক্ষরে উক্ত ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করা যাইবে।

(৫) তহবিলের আয় ও ব্যয়ের হিসাব প্রচলিত আইন ও বিধি বিধান অনুসারে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(৬) বোর্ডের অনুমোদনক্রমে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন লাভজনক খাতে তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ করা যাইবে।

(৭) বোর্ডের প্রশাসনিক ব্যয়, ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয় তহবিলের বিনিয়োগকৃত অর্থের লভ্যাংশ হইতে নির্বাহ করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ব্যয় নির্বাহের জন্য ফাউন্ডেশনের বার্ষিক বাজেটে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রাখিতে হইবে।

(৮) বোর্ডের সভায় অংশগ্রহণের জন্য সদস্যগণকে এবং সভা আয়োজনের জন্য উহার সহিত সংশ্লিষ্ট ফাউন্ডেশনের অনধিক ১ জন কর্মকর্তা ও ২ জন কর্মচারীকে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হারে সম্মানী প্রদান করা যাইবে।

(৯) ফাউন্ডেশন কর্তৃক শাখা কার্যালয় স্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত তহবিল সংশ্লিষ্ট ফাউন্ডেশনের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমসমূহ, ক্ষেত্রমত, শ্রম অধিদপ্তর, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে পরিচালিত হইবে।

৪। তহবিল হইতে প্রদেয় অনুদানের খাত, পরিমাণ ও প্রাপ্তির পদ্ধতি।– (১) তহবিলের অর্থ দ্বারা শ্রমিক, শ্রমিকের উপর নির্ভরশীল পোষ্য এবং শ্রমিকের মৃত্যুর ক্ষেত্রে তাহার পরিবারকে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করা যাইবে, যথা:–

(ক) শ্রমিকদের চিকিৎসা প্রদানকারী বিভিন্ন শ্রম হাসপাতাল ও শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের অথবা দুর্ঘটনা বা পরিবেশগত কারণে আক্রান্ত শ্রমিকদের চিকিৎসার জন্য ডাক্তার নিয়োগ, ঔষধ সরবরাহ ও মেডিক্যাল ক্যাম্প পরিচালনায় বা চিকিৎসা প্রদানকারী ক্লিনিক বা হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যয় মিটাইবার জন্য আর্থিক বরাদ্দ প্রদান;

(খ) কোন শ্রমিকের সন্তানের শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;

(গ) দুর্ঘটনাজনিত কারণে কোন শ্রমিক দৈহিক বা মানসিকভাবে স্থায়ী অক্ষম বা অসমর্থ হইলে অথবা মৃত্যুবরণ করিলে সংশ্লিষ্ট শ্রমিক অথবা তাহার পরিবারকে এককালীন সহায়তা প্রদান;

(ঘ) অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত মহিলা শ্রমিকের মাতৃত্ব কল্যাণে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;

(ঙ) শ্রমিকের দূরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;

(চ) শ্রমিকের বিশেষ দক্ষতার স্বীকৃতিস্বরূপ আর্থিক প্রণোদনা প্রদান;

(ছ) বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে গঠিত শ্রমিকদের অংশগ্রহণমূলক যৌথ বীমা তহবিল ও ভবিষ্য তহবিলে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন কোন প্রতিষ্ঠানের জন্য সহায়তা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান প্রধান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক আবেদন করিতে হইবে এবং ব্যক্তির জন্য সহায়তা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে, বিধি- ৬ এর বিধান সাপেক্ষে, ফরম-'ক' অনুযায়ী আবেদন করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (১) এর দফা (ক) তে উল্লিখিত চিকিৎসা ব্যয় বাবদ, বোর্ডের অনুমোদনক্রমে কোন শ্রম হাসপাতাল, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, ক্লিনিক বা হাসপাতালকে অনধিক ৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা প্রদান করা যাইবে।

(৪) কোন শ্রমিকের সন্তানের সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে অনধিক ২৫(পঁচিশ) হাজার টাকা এবং উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারি মেডিক্যাল কলেজ এবং সরকারি কৃষি, প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সহ সরকারি অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের টিউশন ফি, শিক্ষা উপকরণ ও অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ বাবদ, বোর্ডের অনুমোদনক্রমে, অনধিক ৩ (তিন) লক্ষ টাকা প্রদান করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান বা বিভাগীয় প্রধানের সন্তোষজনক প্রত্যয়নসহ ফরম-'কক' অনুযায়ী আবেদন করিতে হইবে এবং শিক্ষা বৎসর বা সেমিস্টার ভিত্তিতে, সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীকে উক্ত অর্থ প্রদান করা হইবে।

(৫) কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনাজনিত কারণে কোন শ্রমিক দৈহিক বা মানসকিভাবে স্থায়ী অক্ষম হইলে অথবা মৃত্যুবরণ করিলে অথবা পরবর্তীতে মৃত্যুবরণ করিলে, বোর্ডের অনুমোদনক্রমে, কর্মরত শ্রমিকের ক্ষেত্রে এককালীন অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা প্রদান করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, মৃতদেহ পরিবহন ও সৎকারের জন্য অনধিক ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা এবং জরুরী চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহের জন্য অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা চেয়ারম্যানের অনুমোদনক্রমে মহাপরিচালক প্রদান করিতে পারিবেন, যাহা পরবর্তী বোর্ড সভায় অনুমোদিত হইতে হইবে।

(৬) অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত মহিলা শ্রমিকের মাতৃত্ব কল্যাণে, চেয়ারম্যানের অনুমোদনক্রমে, অনধিক ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা প্রদান করা যাইবে, যাহা পরবর্তী বোর্ড সভায় অনুমোদিত হইতে হইবে।

(৭) কোন শ্রমিকের দূরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসার জন্য বোর্ডের অনুমোদনক্রমে অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা প্রদান করা যাইবে।

(৮) কোন শ্রমিকের বিশেষ দক্ষতার স্বীকৃতিস্বরূপ বোর্ড কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে প্রণীত নীতিমালার আলোকে অনধিক ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা প্রদান করা যাইবে।

(৯) শ্রমিকদের যৌথবীমা ও ভবিষ্য তহবিলে সহায়তার অংশ বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(১০) কোন দুর্ঘটনার কারণে কোন শ্রমিকের মৃত্যু হইলে এবং তাহার পরিবারের এক বা একাধিক সদস্য থাকিলে সংশ্লিষ্ট অর্থ তাহার পরিবারের সকল উত্তরাধিকারীকে অথবা, ক্ষেত্রমত, উক্ত শ্রমিকের উত্তরাধিকারীগণের দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন সদস্যকে প্রদান করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন কারণবশত কোন শ্রমিকের উত্তরাধিকারীগণ ক্ষমতার্পণ না করিলে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, পৌরসভার মেয়র বা, ক্ষেত্রমত, সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর কর্তৃক প্রত্যায়িত সনদপত্রের ভিত্তিতে, নিয়োগকর্তার সুপারিশ অনুযায়ী, আবেদনকারীকে তাহার প্রাপ্য অংশ প্রদান করা যাইবে।

(১১) প্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিককে আর্থিক অনুদান প্রাপ্তির জন্য সংশ্লিষ্ট নিয়োগকারী ও সংশ্লিষ্ট শ্রমিক সংগঠনের অথবা, সংগঠনভুক্ত না হইলে, সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা, ক্ষেত্রমত, পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সুপারিশসহ আবেদন করিতে হইবে।

(১২) অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিককে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা, ক্ষেত্রমত, পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং শ্রম অধিদপ্তর বা কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সুপারিশসহ আবেদন করিতে হইবে।

৫। **শ্রমিকদের জন্য যৌথ বীমা ব্যবস্থা এবং প্রিমিয়াম পরিশোধ।**– (১) যেকোন পেশায় নিয়োজিত প্রাতিষ্ঠানিক বা অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের অনধিক ২০০ (দুই শত) শ্রমিক, কোন সমিতি বা সংগঠনের সদস্য হিসাবে নিবন্ধিত হউক বা না হউক, এর জীবন বীমা করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ৯৯ প্রযোজ্য, এইরূপ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হইবে না:

আরও শর্ত থাকে যে, কোন শ্রমিক একাধিক যৌথ বীমা সুবিধার অধিকারী হইবেন না।

(২) যৌথ (গোষ্ঠি) বীমার অর্থ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে জখমপ্রাপ্তি, অসুস্থতা বা মৃত্যুবরণের তারিখ হইতে অনধিক ৩০(ত্রিশ) দিন সময় সীমার মধ্যে আবেদন করিতে হইবে।

(৩) যৌথ (গোষ্ঠি) বীমা পদ্ধতির মাধ্যমে কেবলমাত্র কর্মরত শ্রমিকদের মৃত্যু ও দুর্ঘটনার উপর ঝুঁকি বীমাকৃত হইবে এবং উহা কেন্দ্রীয়ভাবে ফাউন্ডেশন পরিচালনা করিবে।

(৪) প্রতিটি প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত হইতে ফাউন্ডেশন কর্তৃক নিধারিত পদ্ধতিতে শ্রমিকের তথ্য সংগ্রহ করা হইবে।

(৫) ফাউন্ডেশন বীমা আইন, ২০১০ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য আইনের বিধান অনুসরণ করিয়া বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত এক বা একাধিক জীবন বীমা প্রতিষ্ঠানের সহিত চুক্তি সম্পাদনপূর্বক উহার আওতায় প্রত্যেক শ্রমিকের জীবন বীমা যৌথ (গোষ্ঠী) বীমা পদ্ধতির মাধ্যমে সম্পাদন করিবে।

(৬) প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিবন্ধিত শ্রমিকদের যৌথ বীমার বাৎসরিক প্রিমিয়ামের অংশবিশেষ তহবিল হইতে প্রদান করা যাইবে।

(৭) এই বিধির অধীন যেকোন বীমা চুক্তির মেয়াদকাল অন্যূন ১ (এক) বৎসর হইবে।

(৮) কোন শ্রমিকের ক্ষেত্রে যদি তাহার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যৌথ বীমার ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে সেক্ষেত্রে উক্ত শ্রমিকের জন্য ফাইন্ডেশন কর্তৃক এই বিধি অনুযায়ী যৌথ বীমা ব্যবস্থা প্রযোজ্য হইবে না।

(৯) বীমাকৃত ঝুঁকির বিপরীতে দুর্ঘটনা সংঘটিত হইলে উহার জন্য বীমাকৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট বীমা প্রতিষ্ঠান সরাসরি উক্ত শ্রমিককে অথবা তাহার বৈধ উত্তরাধিকারীকে প্রদান করিবে এবং উক্ত বিষয়ে ফাউন্ডেশনকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।

৬। **অনুদানের অর্থ প্রাপ্তির আবেদনের সময়সীমা।**– (১) দুর্ঘটনার কারণে কোন শ্রমিকের জখমপ্রাপ্ত হইলে অথবা অসুস্থ হইলে বা মৃত্যুবরণ করিলে উক্ত জখমপ্রাপ্তি, অসুস্থতা বা মৃত্যুবরণের তারিখ হইতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শ্রমিক নিজে অথবা, ক্ষেত্রমত, তাহার আইনগত উত্তরাধিকারী মহাপরিচালকের নিকট অনুদানের অর্থ প্রাপ্তির জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করা না হইলে যুক্তিসঙ্গত কারণ উল্লেখপূর্বক পরবর্তী ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে আবেদন করিতে হইবে এবং বিলম্বের কারণ বিবেচনা করিয়া মহাপরিচালক উক্ত আবেদন গ্রহণ করিতে পারিবেন।

৭। **তহবিলের বার্ষিক বাজেট অনুমোদন।**– ফাউন্ডেশন তহবিলের প্রতি অর্থ বৎসরের সম্ভাব্য আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ উল্লেখপূর্বক বাজেট আকারে বোর্ডের নিকট উপস্থাপন করিতে হইবে এবং বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হইলে উক্ত বাজেট বাস্তবায়ন করা যাইবে।

আবেদনকারীর

পাসপোর্ট সাইজের
১ (এক) কপি ছবি

"ফরম-'ক'

[বিধি ৪(২)দ্রষ্টব্য]

বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত শ্রমিক ও তাহাদের পরিবারের সদস্যদের বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের শ্রমিক কল্যাণ তহবিল হইতে অনুদান প্রাপ্তির আবেদন ফরম

সহায়তা যাচনার কারণঃ (সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে টিক (√) দিন)

(ক) দুর্ঘটনাজনিত কারণে দৈহিক ও মানসিকভাবে স্থায়ী অক্ষমতা;
(খ) দুর্ঘটনাজনিত কারণে মৃত্যু;
(গ) দূরারোগ্য চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহায়তা;
(ঘ) মৃতদেহ পরিবহন ও সৎকার;
(ঙ) অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত মহিলা শ্রমিকের মাতৃত্ব কল্যাণ;
(চ) চিকিৎসা ব্যয়;
(ছ) শ্রমিকের বিশেষ দক্ষতার স্বীকৃতিস্বরূপ আর্থিক প্রণোদনা;
(জ) অংশগ্রহণমূলক যৌথবীমা ও ভবিষ্য তহবিল।

বি:দ্রঃ মৃত শ্রমিকের ক্ষেত্রে মৃত্যু সনদ এবং চিকিৎসাধীন শ্রমিকদের ক্ষেত্রে রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের মেডিক্যাল সার্টিফিকেট সংযুক্ত করিতে হইবে।

১। শ্রমিকের ব্যক্তিগত তথ্যাবলী :

(ক) নাম :.....
(খ) স্ত্রী/স্বামীর নাম :.....
(গ) পিতার নাম :.....
(ঘ) মাতার নাম :.....
(ঙ) জন্ম তারিখ :.....
(চ) জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর (পরিচয়পত্রের সত্যায়িত অনুলিপি সংযুক্ত করিতে হইবে):.....
(ছ) স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম/মহল্লা:..... ডাকঘর:.....
থানা/উপজেলা:..... জেলা:.....
টেলিফোন/মোবাইল নম্বর:.....
(জ) বর্তমান ঠিকানা: গ্রাম/মহল্লা:..... ডাকঘর:.....
থানা/উপজেলা:..... জেলা:.....
টেলিফোন/মোবাইল নম্বর:.....

২। প্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের তথ্যাবলী:

প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা (নিয়োগপত্রের অনুলিপি সংযুক্ত করিতে হইবে): .....
.....

বি:দ্রঃ প্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নিয়োগকারী এবং সংশ্লিষ্ট শ্রমিক সংগঠনের অথবা, সংগঠনভুক্ত না হইলে, সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা, ক্ষেত্রমত, পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সুপারিশ থাকিতে হইবে।

৩। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী:

বর্তমান পেশা ও কর্মস্থল:.....

বি:দ্রঃ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা, ক্ষেত্রমত, পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং শ্রম অধিদপ্তর বা কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সুপারিশ থাকিতে হইবে।

৪। স্থায়ীভাবে অক্ষম বা মৃত শ্রমিকের ক্ষেত্রেঃ

(ক) আবেদনকারীর নাম :.....
(খ) স্বামী/স্ত্রীর নাম :.....
(গ) পিতার নাম :.....
(ঘ) মাতার নাম :.....

(ঙ) জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর (পরিচয়পত্রের সত্যায়িত অনুলিপিসহ) :.....

(চ) অক্ষম/মৃত ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক :.....

(ছ) ব্যাংকের নাম ও এ্যাকাউন্ট নম্বর :.....

(জ) আবেদনকারীর ঠিকানা : গ্রাম/মহল্লা:..... ডাকঘর:.....

থানা/উপজেলা:..... জেলা:.....

টেলিফোন/মোবাইল নম্বর:.....

বি:দ্রঃ মৃত বা স্থায়ীভাবে অক্ষম শ্রমিকের যোগ্য উত্তরাধিকারী সম্পর্কে, ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা পৌরসভার চেয়ারম্যান বা সিটি কর্পোরেশনের কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত উত্তরাধিকারী সনদ থাকিতে হইবে।

৫। **শ্রমিক কল্যাণ তহবিল হইতে ইতোপূর্বে আর্থিক অনুদান পাইয়া থাকিলে তাহার বিবরণঃ**

(ক) প্রাপ্তির তারিখ:..... (খ) প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ:.....

(গ) প্রাপ্তির কারণ:.....

৬। **সরকারি বা বেসরকারি কোন তহবিল বা উৎস হইতে ইতোপূর্বে আর্থিক অনুদান পাইয়া থাকিলে তাহার বিবরণঃ**

(ক) প্রাপ্তির তারিখ:..... (খ) প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ:.....

(গ) প্রাপ্তির কারণ:.....

৭। **অন্য কোনো তথ্য (যদি থাকে):**.....

আমি প্রতিজ্ঞাপূর্বক ঘোষণা করিতেছি যে, এই আবেদনপত্রে বর্ণিত সকল তথ্য আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য এবং আমি কোনো তথ্য গোপন করি নাই।

আবেদনকারীর নাম, স্বাক্ষর ও তারিখ

প্রাতিষ্ঠানিক বা অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকের জন্য সুপারিশ (স্বাক্ষর, তারিখ, সীল ও ক্ষেত্র বিশেষে ঠিকানা উল্লেখ থাকিতে হইবে):

স্বাক্ষর	স্বাক্ষর

আবেদনকারীর

পাসপোর্ট সাইজের
১ (এক) কপি ছবি

ফরম-'কক'

[বিধি ৪(৪) দ্রষ্টব্য]

বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত শ্রমিকের, সন্তানদের বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের শ্রমিক কল্যাণ তহবিল হইতে শিক্ষা সহায়তা প্রাপ্তির আবেদন ফরম

সহায়তা যাচনার কারণঃ (সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে টিক (√) দিন)

(ক) সাধারণ শিক্ষা;

(খ) উচ্চ শিক্ষা (সরকারি মেডিক্যাল কলেজ অথবা সরকারি কৃষি, প্রকৌশল বা প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় অথবা সরকারী অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়)।

১। **শ্রমিকের/ব্যক্তিগত তথ্যাবলি** ঃ

(ক) নাম :.....

(খ) স্ত্রী/স্বামীর নাম :.....

(গ) পিতার নাম :.....

(ঘ) মাতার নাম :.....

(ঙ) জন্ম তারিখ :.....

(চ) জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর (পরিচয়পত্রের সত্যায়িত অনুলিপি সংযুক্ত করিতে হইবে) :.....

(ছ) স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম/মহল্লা:..... ডাকঘর:.....
থানা/উপজেলা:..... জেলা:.....

(জ) বর্তমান ঠিকানা: গ্রাম/মহল্লা:..... ডাকঘর:.....
থানা/উপজেলা:..... জেলা:.....
টেলিফোন/মোবাইল নম্বর:.....

২। **প্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের তথ্যাবলিঃ**

(প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা উল্লেখসহ নিয়োগপত্রের অনুলিপি সংযুক্ত করিতে হইবে):.....
.....

বি:দ্রঃ প্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নিয়োগকারী এবং সংশ্লিষ্ট শ্রমিক সংগঠনের অথবা, সংগঠনভুক্ত না হইলে, সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা, ক্ষেত্রমত, পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সুপারিশ থাকিতে হইবে।

৩। **অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলিঃ**

বর্তমান পেশা ও কর্মস্থল :.....

বি:দ্রঃ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা, ক্ষেত্রমত, পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং শ্রম অধিদপ্তর বা কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সুপারিশ থাকিতে হইবে।

৪। **শিক্ষা সহায়তা প্রাপ্তির জন্য শ্রমিকের সন্তানের তথ্যাবলিঃ**

(ক) নাম :.....

(খ) জন্ম তারিখ :.....

(গ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম :.....

(ঘ) অধ্যয়নরত শ্রেণি :.....

(ঙ) অর্জিত ফলাফল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নম্বরপত্র ও সনদের সত্যায়িত অনুলিপি সংযুক্ত করিতে হইবে) :.....

(চ) টেলিফোন বা মোবাইল নম্বর :.....

(ছ) ব্যাংকের নাম ও ব্যাংক এ্যাকাউন্ট নম্বর :.....

বি:দ্রঃ শ্রমিকের সন্তানের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে (সরকারী মেডিক্যাল কলেজ অথবা সরকারী কৃষি, প্রকৌশল বা প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় অথবা সরকারী অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়) প্রতিষ্ঠান প্রধান বা বিভাগীয় প্রধানের প্রত্যয়ন বা সুপারিশ থাকিতে হইবে।

৫। **শ্রমিক কল্যাণ তহবিল হইতে ইতোপূর্বে শিক্ষা সহায়তা পাইয়া থাকিলে তাহার বিবরণঃ**
(ক) প্রাপ্তির তারিখ:..... (খ) প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ:.....
(গ) প্রাপ্তির কারণ:.....

৬। **সরকারী বা বেসরকারি কোন তহবিল বা উৎস হইতে একই কারণে ইতোপূর্বে শিক্ষা সহায়তা পাইয়া থাকিলে তাহার বিবরণঃ**
(ক) প্রাপ্তির তারিখ:..... (খ) প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ:.....
(গ) প্রাপ্তির কারণ:.....

৭। **অন্য কোন তথ্য (যদি থাকে):**.....

আমি প্রতিজ্ঞাপূর্বক ঘোষণা করিতেছি যে, এই আবেদনপত্রে বর্ণিত সকল তথ্য আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য এবং আমি কোন তথ্য গোপন করি নাই।

আবেদনকারীর নাম, স্বাক্ষর ও তারিখ

প্রাতিষ্ঠানিক বা অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিক বা কর্মচারীর জন্য সুপারিশ (স্বাক্ষর, তারিখ, সীল উল্লেখ থাকিতে হইবে)	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান বা বিভাগীয় প্রধানের সুপারিশ (স্বাক্ষর, তারিখ, সীল ও ক্ষেত্র বিশেষে ঠিকানা উল্লেখ থাকিতে হইবে)
স্বাক্ষর	স্বাক্ষর

ফরম-'খ'

(বিধি ২(ঠ) দ্রষ্টব্য)

প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত শ্রমিকের তথ্য সংগ্রহের ছক

১। শ্রমিকের নাম :

২। পদবী :

৩। জন্মতারিখ :

৪। পিতার নাম :

৫। মাতার নাম :

৬। স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম/মহল্লা .....
ডাকঘর .....
থানা/উপজেলা .....
জেলা .....

৭। বর্তমান ঠিকানা : গ্রাম/মহল্লা .....
ডাকঘর .....
থানা/উপজেলা .....
জেলা .....

৮। শিক্ষাগত যোগ্যতা :

৯। বৈবাহিক অবস্থা : বিবাহিত/অবিবাহিত

১০। বিবাহিত হলে:
(ক) স্ত্রী/স্বামীর নাম :
(খ) সন্তানের সংখ্যা :
(গ) সন্তানের তথ্যাদি :

ক্রঃ নং	সন্তানের নাম	ছেলে/মেয়ে	জন্ম তারিখ	মন্তব্য

১১। কর্মরত প্রতিষ্ঠানের মালিকের নাম ও ঠিকানা :

১২। স্ব-স্ব সংগঠন প্রদত্ত পরিচিতিপত্র :

১৩। নিয়োগপত্রের ফটোকপি :

১৪। পূর্বে অন্যকোন কোম্পানীতে/ মালিকের অধীনে কাজ করে থাকলে উক্ত কোম্পানী/ মালিকের নাম এবং কর্মস্থল (ছাড়পত্রের ফটোকপি সংযুক্ত করতে হবে) :

১৫। অন্যকোন তথ্য (যদি থাকে) :

কোম্পানীর/মালিকের প্রতিস্বাক্ষর
সীলমোহরসহ
তারিখ:

শ্রমিকের স্বাক্ষর
তারিখ: